বৈশেষিক দর্শনের আলোকে কর্ম

পায়েল চট্টোপাধ্যায়

সারাংশ : বৈশেষিক মতে কর্ম পরতঃপুরুষার্থ। ধর্ম ও কর্ম কখনও সাক্ষাদ্‌ভাবে কখনও বা পরম্পরায় ইষ্টের সাধন হয়। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ প্রদত্ত কর্মের লক্ষণ এই প্রবন্ধে সমীক্ষা করা হয়েছে। কণাদের মতে কর্ম একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি, অগুণ এবং সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়িকারণ। টীকাকারেরা কণাদ প্রদত্ত কর্মের লক্ষণটি নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উপস্কারকারের মতে কর্মকে সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষকারণ বললে অদৃষ্ট প্রভৃতিতে অসঙ্গতি হয় না। নিবৃত্তিকারের মতে সূত্রে কর্মের তিনটি লক্ষণ প্রদর্শিত হয়েছে। সূত্রকার যে কর্মের একটি মাত্র লক্ষণ করেছেন তা এখানে সুষমা টীকা অনুযায়ী উপপাদিত হয়েছে। কর্মত্ব জাতি অনিত্যবৃত্তি ও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য।

বীজশব্দ: পুরুষার্থ, কর্ম, সমবায় সম্বন্ধ, একার্থসমবায় সম্বন্ধ, অসমবায়িকারণ, নিমিত্তকারণ,অনপেক্ষকারণ, ব্যাসজ্যবৃত্তি, অন্যথাসিদ্ধ, তাদাত্ম্য সম্বন্ধ।

বৈশেষিকগণ কর্মকে পরতঃপুরুষার্থ বলেন। পুরুষের প্রার্থিত বিষয়ই পুরুষার্থ। সুখ ও দুঃখের অভাব সাধ্য পুরুষার্থ। 'আমার সুখ হোক্' বা 'আমার দুঃখ না হোক্' এটি সকল মানুষ এমন কি সকল প্রাণী চায়। এজন্য সুখ ও দুঃখাভাবকে স্বতঃপুরুষার্থ বলে। যে পদার্থ জ্ঞাত হয়ে স্ববৃত্তিত্ব রূপে অর্থাৎ আমার হোক্ এরূপ ইচ্ছার বিষয় হয় তাকে স্বতঃপুরুষার্থ বলা হয়।[১] ধর্ম ও অর্থকে সাধন পুরুষার্থ বা পরতঃপুরুষার্থ বলে। যে সকল বস্তু বিষয়ে ইচ্ছা সুখের সাধন বা দুঃখের অভাবের সাধন হয় তাকে পরতঃপুরুষার্থ বলে। এজন্য সুখের সাধন বা দুঃখাভাবের সাধনকে পরতঃপুরুষার্থ বলা হয়।[২] ধর্ম বা কর্ম ও অর্থ বিষয়ে ইচ্ছা সুখ ও দুঃখাভাবের সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সাধন হয় বলে তাকে পরতঃপুরুষার্থ বলা হয়। যেমন ভোজন সাক্ষাৎ সুখের সাধন এবং ক্ষুধাজন্য দুঃখের অভাব রূপে ইষ্টের সাধন। কাজেই ধর্ম কখনও সাক্ষাদ্‌ভাবে কখনও বা পরম্পরায় ইষ্টের সাধন হয়।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিকদর্শনে কর্মের লক্ষণ করেছেন, "একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগে স্বনপেক্ষকারণমিতি কর্মলক্ষণম্"[৩] অর্থাৎ যে পদার্থ একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি, নির্গুণ এবং সংযোগ ও বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ, তাকে কর্ম বলে। উপস্কারকার শঙ্করমিশ্রের মতে 'একদ্রব্যম্' পদের অর্থ একটি দ্রব্যই যার আশ্রয়। কর্ম একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি বস্তু। এটি একটিকালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না, একথা বোঝানোর জন্য সূত্রকার কর্মকে একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি বলেছেন।[৪] কিন্তু কেবল একদ্রব্যকে কর্মের লক্ষণ বললে যা কোথাও থাকে না এরূপ পদার্থকেও কর্ম বলতে হয়, যেহেতু যে বস্তু কোথাও থাকে না সেটিও একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি হয়ে থাকে। যা কোথাও থাকে না তা তো একটি কালে একাধিক দ্রব্যে থাকতে পারে না। সুতরাং কেবল একদ্রব্যকে কর্মের লক্ষণ স্বীকার করলে আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে কর্ম লক্ষণের অতিপ্রসঙ্গ ঘটে। এ অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্য সূত্রকার 'অগুণম্' পদটি যোজনা করেছেন। 'অগুণম্' পদের অর্থ নির্গুণ অর্থাৎ গুণের অনধিকরণ। এরফলে যে বস্তু একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি এবং অগুণ তাই কর্ম এরূপ সিদ্ধ হয়। কিন্তু কেবলমাত্র 'একদ্রব্যমগুণম্'- কে কর্ম লক্ষণ স্বীকার করলে রূপ, রস প্রভৃতি গুণে কর্মলক্ষণের পুনরায় অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ রূপ, রস প্রভৃতি এক একটি দ্রব্যেই থাকে এবং নির্গুণ। রূপ, রস প্রভৃতি গুণ পদার্থ হলেও তারা গুণের আশ্রয় হয় না। গুণ সমবায় সম্বন্ধে গুণের আশ্রয় হয় না এটাই এখানে বিবক্ষিত। একটি রূপ, ২৪ প্রকার গুণ ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একত্ব প্রভৃতি সংখ্যা একার্থসমবায় সম্বন্ধে থাকে, সমবায় সম্বন্ধে নয়। এরূপ সম্ভাব্য অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সূত্রকার কণাদ 'সংযোগ বিভাগেস্বনপেক্ষকারণম্' এ পদটি লক্ষণে যোজনা করেছেন। কর্ম সংযোগ ও বিভাগ এই

এই অংশের দ্বারা দ্রব্য হতে কর্মের বৈধর্ম্য ও অন্যের সঙ্গে সাধর্ম্য সূচিত হয়েছে। বৃত্তিকার বলেছেন, কর্ম সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ কারণ। যেহেতু কর্ম সমবায় সম্বন্ধে কারণান্তরকে অপেক্ষা করে না। যা সমবায় সম্বন্ধে কারণান্তর নিরপেক্ষ এবং সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় তাকে কর্ম বলে।[১২] কর্মের দ্বারা পূর্বদেশ হতে বিভাগ, পূর্বদেশের সংযোগের নাশ ও উত্তরদেশের সংযোগ হয়ে থাকে। এদের মধ্যে বিভাগ পূর্বদেশের সংযোগ নাশের কারণ হয়। কিন্তু তা উত্তর দেশের সংযোগ নাশের প্রতি কারণ হয় না। বিভাগ উত্তর দেশসংযোগের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হয়ে থাকে। পূর্বদেশসংযোগের নাশ উত্তর দেশসংযোগের প্রতি কারণ হলেও তাতে সমবায় সম্বন্ধে কারণত্ব নেই। এজন্য তাকে 'অনপেক্ষ' কারণ বলা যায় না। উত্তর দেশের সঙ্গে সংযোগের উৎপত্তিতে কর্ম কারণ হলেও এস্থলে সমবায়িকারণ দ্রব্যের অপেক্ষা থাকে। কর্ম সমবায় সম্বন্ধে সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয়। কিন্তু সমবায়িকারণ দ্রব্য কখনও সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয় না। "যত্র সমবায়েন কার্যং তত্র তাদাত্ম্যেন হেতুতা" এ নিয়ম অনুসারে সমবায়িকারণ সর্বত্র তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কার্যের কারণ হয়ে থাকে। সংযোগের উৎপত্তিতে কর্ম সমবায়িকারণ দ্রব্যকে অপেক্ষা করলেও কর্মকে অনপেক্ষ কারণ বলা যাবে না— এরূপ আশঙ্কা সংগত নয়। যেহেতু সংযোগের প্রতি সমবায়িকারণ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কারণ হয়, সমবায় সম্বন্ধে নয়। লক্ষণে সংযোগ ও বিভাগের কারণত্বকে কর্মের লক্ষণ বললে সংযোগ ও বিভাগের সমবায়িকারণে কর্মলক্ষণের অতি প্রসঙ্গ হয়। 'অনপেক্ষ' পদটি যোজনার ফলে অতিপ্রসঙ্গ বারিত হয়েছে। যেহেতু দ্রব্য সংযোগের উৎপত্তিতে কর্মকে অপেক্ষা করে।

বৈশেষিকগণের মূল গ্রন্থ হতে পরিস্ফুট হয় যে, কর্ম পদার্থে সত্তা জাতির ন্যায় সত্তার সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য কর্মত্বজাতিও থাকে। গুণ পদার্থে সত্তার সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য গুণত্ব জাতি থাকলেও ঐ গুণত্ব জাতি নিত্যবৃত্তি হয়। কিন্তু কর্মত্ব জাতি নিত্যবৃত্তি হয় না। বৈশেষিক মতে কর্মত্ব জাতি স্বীকারে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। 'এটি গমন করছে' এরূপ জ্ঞান প্রাকৃত জন ও পরীক্ষক সকলেরই হয়ে থাকে। কাজেই উভয় সাধারণ অনুগত প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারাই কর্মত্ব জাতি সিদ্ধ হয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *যজ্ জ্ঞাতং সৎ স্ববৃত্তিতয়েষ্যতে স পুরুষার্থ ইতি তল্লক্ষণাং। ইতরেচ্ছাজ্ঞানাধীনেচ্ছাবিষয়ত্বং ফলিতোঽর্থঃ।* - ভাষাপরিচ্ছেদ,কারিকা ১৪৬, মুক্তাবলী, পৃ. ৪৭২/৭-৯

২. *উপায়েচ্ছাং প্রতীষ্টসাধনতাজ্ঞানং কারণম্।।* — তদেব,পৃ. ৪৭২/৯

৩. *বৈশেষিকসূত্র,* ১/১/১৭।

৪. *একমেব দ্রব্যমাশ্রয়ো যস্য তদেকদ্রব্যম্।*— তদেব, উপস্কার, পৃ. ৩৫/২৬-২৭

৫. *সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্।*
গুণকর্মমাত্রবৃত্তি জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বম্।।
—ভাষাপরিচ্ছেদ, প্রত্যক্ষখণ্ড, কারিকা ২৩

৬. *বৈশেষিকসূত্র,* ১/১/৭, উপস্কার, পৃ. ৩৫/২৮

৭. *স্বোৎপত্ত্যনন্তরোৎপত্তিকানপেক্ষত্বং বা বিবক্ষিতম্ পূর্বসংযোগধ্বংসস্যাপি*
স্বোৎপত্ত্যনন্তরোৎপত্তিকত্বাৎ অভাবত্বেন তস্যাদ্যক্ষণসম্বন্ধাভাবাৎ। - তদেব, পৃ. ৩৫/২৯-৩১

৮. *বৈশেষিকসূত্র,* ১/১/১৭

৯. *সংযোগবিভাগেষু স্বানন্তরোৎপন্নভাবনৈরপেক্ষ্যেণ কারণত্বং তৃতীয়ং লক্ষণম্।* —তদেব, বিবৃতি, পৃ. ৩৬/১২-১৩

দুটি গুণের কারণ হয় এটি লক্ষণের আক্ষরিক অর্থ। সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত ভেদে কারণ তিনপ্রকার। দ্রব্যই সকল কার্যের সমবায়িকারণ হয়। অবয়বী দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় অবয়বসমূহ। গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণও দ্রব্য পদার্থই হয়। আর অসমবায়িকারণ গুণ এবং কর্ম হয়।[৫] তবে কোনও কোনও গুণ পদার্থ কার্যের অসমবায়িকারণ ও কোনও কোনও গুণ পদার্থ কার্যের নিমিত্ত কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু কর্ম সংযোগ ও বিভাগ এ দুটি গুণের অসমবায়িকারণই হয়, এটি সূত্রকারের মত। কিন্তু সংযোগ ও বিভাগের কারণকে কর্ম বললে অদৃষ্ট প্রভৃতিতে কর্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু অদৃষ্ট সকল জন্য বস্তুর কারণ। কাজেই অদৃষ্ট সংযোগ এবং বিভাগেরও কারণ হবে। এ সম্ভাব্য অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সূত্রকার কণাদ কর্মকে সংযোগ ও বিভাগের 'অনপেক্ষকারণ' বলেছেন। এস্থলে শঙ্কর মিশ্র উপস্কার টীকায় 'অনপেক্ষকারণ' পদটির অর্থ করেছেন "স্বোৎপত্ত্যনন্তরোৎপত্তিকভাবভূতানপেক্ষ"।[৬] নিজের উৎপত্তির পরে যে সকল ভাব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদেরকে অপেক্ষা না করা 'অনপেক্ষ' শব্দের অর্থ। অদৃষ্ট নিজের উৎপত্তির পরে উৎপন্ন কর্ম প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে সংযোগ প্রভৃতির কারণ হয়। স্পন্দনাদি কর্ম অদৃষ্টকে অপেক্ষা করলেও অদৃষ্ট স্পন্দনাদির উত্তরকালে উৎপন্ন অপেক্ষিত বস্তু নয়। কর্ম তার সমবায়িকারণ দ্রব্যকে অপেক্ষা করলেও দ্রব্যকর্মের উত্তরকালে উৎপন্ন ভাববস্তু নয়। আবার কর্ম পূর্বসংযোগের অভাবকে অপেক্ষা করলেও ঐ পূর্ব সংযোগাভাব কর্মের উৎপত্তির পরে উৎপন্ন ভাববস্তু নয়। শঙ্করমিশ্র আরো বলেছেন, 'অনপেক্ষ' শব্দের 'স্বোৎপত্ত্যনন্তরোৎপত্তিকানপেক্ষ' অর্থ বিবক্ষিত হলে পূর্ব সংযোগের অভাবকে কর্মের অনপেক্ষ কারণ বলা যাবে না। যেহেতু, পূর্বসংযোগের ধ্বংস কর্মের উৎপত্তির পরে উৎপন্ন বস্তু নয়। কারণ, উৎপত্তি বলতে বোঝায় কালের সঙ্গে আদ্যসম্বন্ধ। ধ্বংস অভাবপদার্থ হওয়ায় কালের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থাকে না।[৭] এভাবে উপস্কারকার দেখিয়েছেন, কর্মকে সংযোগ ও বিভাগের 'অনপেক্ষকারণ' বললে অদৃষ্ট, সমবায়িকারণ, পূর্বসংযোগের নাশ প্রভৃতি স্থলে কোন অসঙ্গতি দেখা হয় না।

এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে, বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীন টীকাকারেরা "একদ্রব্যমগুণংসংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণম্"[৮] এই সূত্রটিকে কর্মের একটি মাত্র লক্ষণ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কোন কোন নব্য বৈশেষিক উক্ত কণাদসূত্রে কর্মের তিনটি লক্ষণ দেখিয়েছেন। নব্য বৈশেষিক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কণাদসূত্রবিবৃতি গ্রন্থে বলেছেন, 'একদ্রব্যম্' এটি কর্মের একটি লক্ষণ, 'অগুণম্' এটি দ্বিতীয় লক্ষণ এবং 'সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণম্' এটি তৃতীয় লক্ষণ। কর্ম একটি মাত্র দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকে। সংযোগ প্রভৃতি গুণ যেরূপ অনেকাশ্রিত হয় কোন কর্ম সেরকম অনেকাশ্রিত হয় না, এটি প্রথম লক্ষণের অর্থ। বিবৃতিকারের মতে অনেকাশ্রিতে অবস্তি সত্তার সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতিমত্ত্ব কর্মের পর্যবসিত লক্ষণ। তাঁর মতে 'অগুণম্' পদটির অর্থ 'গুণবদ্‌ভিন্নম্'। গুণ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। দ্রব্য 'গুণবান' পদের অর্থ। তদ্‌ভিন্ন 'অগুণ' পদের অর্থ। কাজেই যে জাতি গুণবদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ দ্রব্যভিন্নে থাকে অথচ গুণে থাকে না এরূপ জাতিমত্ত্বই সূত্রোক্ত কর্মের পর্যবসিত দ্বিতীয় লক্ষণ। বিবৃতিকারের মতে নিজের উৎপত্তির অনন্তর উৎপন্ন ভাববস্তুর অপেক্ষা ব্যতিরেকে যা সংযোগ ও বিভাগের কারণ হয় সেটিই হল কর্মের তৃতীয় লক্ষণ।[৯] পঞ্চানন তর্করত্ন পরিষ্কার টীকায় দেখিয়েছেন, পূর্বোক্ত কর্মের প্রথম দুটি লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। তৃতীয় লক্ষণটি নির্দিষ্ট লক্ষণ।[১০]

দার্শনিক তাতাচার্য বৈশেষিক সূত্রের উপর সুষমা নামে একটি বৃত্তি লিখেছেন। এই বৃত্তিগ্রন্থটি 'বৈশেষিকসূত্রবৃত্তি' নামে পরিচিত। একে নব্যবৈশেষিক গ্রন্থ বলা হয়। বৃত্তিকার তাতাচার্য কণাদসূত্রে প্রদত্ত কর্মের একটি লক্ষণ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একটি দ্রব্য যার সমবায়িকারণ, তাকে 'একদ্রব্য'বলে। দ্রব্য,গুণ ও কর্মে দ্রব্যে আশ্রিত হলেও অবয়বী দ্রব্য বহু অবয়বে ব্যাসজ্যবৃত্তিতে থাকে। সংখ্যা, সংযোগ প্রভৃতি গুণও অনেকে থাকে। কিন্তু কর্ম অনেকাশ্রিত নয়। সকল কর্ম নিজ নিজ একটি সমবায়িকারণে সমবেত থাকে। দ্রব্য ও গুণ অনেকবৃত্তি হলেও কর্ম উভয়ের অপেক্ষায় অনেকবৃত্তি নয়। দ্রব্য ও গুণের সঙ্গে কর্মের এই বৈধর্ম্য কণাদসূত্রে 'একদ্রব্য' শব্দের দ্বারা সূচিত হয়েছে।[১১] কর্মের লক্ষণে 'অগুণ' পদের অর্থ গুণরহিত। লক্ষণের